সংবাদ

তারিখ : 31 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

আমলাদের গাফিলতি

শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত করতেই দুবছর

- এ সরকারের আমলে অনিশ্চিত
- অনুমোদন ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করলে জেল-জরিমানা

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের অদক্ষতা ও খামখেয়ালিপনার জন্য এ সরকারের আমলে শিক্ষা আইন প্রণয়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এ আইনের খসড়া চূড়ান্ত করতেই ড্রাফটিং কমিটির (খসড়া প্রণয়ন কমিটি) সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর। আর এ সরকারের মেয়াদ আছে মাত্র ১৩ মাসের কিছু বেশি। এ সময়ের মধ্যে খসড়াটি অধিকতর যাচাই-বাছাই করবে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বে মূল কমিটি। এরপর ভেটিংয়ের (মতামত) জন্য এটি পাঠানো হবে আইন মন্ত্রণালয়ে। ভেটিং শেষে এটি মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হবে। মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেলে এটিকে জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তোলা হবে। এরপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে আইনটিকে। তাই মহাজোট সরকারের আমলে দীর্ঘ এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আইনের খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। চূড়ান্ত খসড়া আইনে খসড়া : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

খসড়া : চূড়ান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলা হয়েছে, সরকারের অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এবং অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করলে অভিযুক্তদের দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ড ভোগ করতে হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা আইনের ড্রাফটিং কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সংবাদ'কে বলেছেন, 'আমরা আশা করছি দু'একটি সভার মাধ্যমেই খসড়াটির চূড়ান্ত দেবে মূল কমিটি। তাই খুব তাড়াতাড়ি মূল কমিটির সভা আহ্বান করা উচিত। ড্রাফট চূড়ান্ত করতে যে মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়েছে, তা নিয়ে আমরা আর চিন্তা করতে চাই না'।

জানা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে আইনি কাঠামোতে আনা এবং সবার জন্য বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে শিক্ষা কমিশন গঠনকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে 'শিক্ষা আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে এ বিষয়ে প্রথম সভা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ওই সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও অডিট) রফিকুজ্জামানকে আহ্বায়ক এবং শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কয়েকজন সদস্যকে শিক্ষা আইনের ড্রাফট তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, প্রফেসর ড. সিদ্দিকুর রহমান ও প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীরের নিরলস প্রচেষ্টায় দ্রুত সময়ের মধ্যেই শিক্ষা আইন ২০১২-এর খসড়া প্রণয়ন হয়। কিন্তু রফিকুজ্জামান এ কাজে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারায় যথাসময়ে সভাও আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। ফলে খসড়াটি চূড়ান্ত করতেই গত দুই বছরে ২৬টি সভা করতে হয়েছে সংশ্লিষ্টদের।

সর্বশেষ ১৩ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভা শেষে শিক্ষা সচিব ও শিক্ষা আইন প্রণয়নের মূল কমিটির আহ্বায়ক ড. কামাল আবদুল নাছের চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, '২৮ মার্চের (গত) মধ্যে এর ওপর লিখিত মতামত প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছে। এরপর ২৮ মার্চ পরবর্তী সভায় খসড়াটি আবার উপস্থাপন করে এটি ওয়েবসাইটে দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত চাওয়া হবে। সর্বস্তরের মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই খসড়াটি চূড়ান্ত করা হবে'। এরপর দীর্ঘ প্রায় সাত মাস পর সম্প্রতি 'শিক্ষা আইন ২০১২'-র খসড়াটি শিক্ষা সচিবের কাছে প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীর সংবাদ'কে বলেছেন, 'শিক্ষানীতির আলোকেই শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কারণ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য এ আইন জরুরি'। তিনি বলেন, 'শিক্ষা আইন প্রণয়নের প্রথম সভা হয়েছে ২০১১ সালের জানুয়ারিতে। এরপর মোট ২৬টি সভা হয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব খসড়াটিতে আইনি ভাষা দিয়ে এর যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করা উচিত'।

চূড়ান্ত খসড়ায় যা আছে- : খসড়া আইনে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যাল, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতের জন্য 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন এবং প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা সব শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা চালু করলে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

খসড়া শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে শিক্ষা বলতে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, চিত্তের সমৃদ্ধি এবং জ্ঞান আহরণ ও সৃষ্টি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যাবে এমন শিখন প্রক্রিয়া যা অক্ষর জ্ঞান থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃতকে বুঝাবে। শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) জনসমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষে মৌলিক বিষয়গুলো অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক এবং এসব বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস : খসড়া শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে, 'ও লেভেল' (অর্ডিনারি) এবং 'এ লেভেল' (অ্যাডভান্সড) পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইংরেজি মাধ্যমসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বেতন ও অন্যান্য ফি সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ হবে। কোন প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটালে তা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বা নিবন্ধন বাতিলসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষা বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা নিবন্ধন ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা পরিচালনা করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ভর্তি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্পর্কে খসড়া আইনে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির চাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সেসব প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, দুটি শিফট চালু করার লক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোর সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদ দাখিল করতে হবে। গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গাইড বই, নোট বই তৈরি ও সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিদ্যমান আইনের সংস্কার করা হবে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদের আন্তঃবোর্ড বদলির ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম ও প্রয়োজনবোধে আইনগত অভিভাবকদের নাম উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষা পাসের সনদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়ের নাম উল্লেখ থাকবে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি ও যাচাই পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। ভর্তির ক্ষেত্রে কোন শিশুর প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক লটারির ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে।

স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে শিক্ষা আইনে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে (এনটিআরসিএ) বিলুপ্ত করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পৃথক 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন করা হবে। সব ধারার সব স্তরের প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে মাউশি, শিক্ষা বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় প্রশাসন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হবে। তবে এক ব্যক্তি একই স্তরের সর্বোচ্চ তিনটির বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বা সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবে না। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা : শিক্ষা জীবন শুরু হবে চার বছর বয়সে প্রাক-প্রাথমিক স্তর দিয়ে। সরকার পর্যায়ক্রমে চার বছর বয়সের শিশুদের জন্য দুই বছরমেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু ছয় বছর বয়সসীমা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে বিদ্যমান ৬০ ভাগ নারী, প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্য কোটা অপরিবর্তিত থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ও সব ক্ষুদ্রজাতি সত্তার জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আদিবাসীর নিজ নিজ সংস্কৃতি পরিপন্থি কোন কার্যক্রম পরিচালনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি এর ব্যত্যয় ঘটালে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে বলে খসড়া আইনে বলা হয়েছে।

প্রাইভেট কোচিং : খসড়া শিক্ষা আইনে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাইভেট টিউশন বা কোচিংয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত নীতিমালা বা পরিপত্র অমান্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ। নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি বা বেসরকারি স্কুল-কলেজের কোন শিক্ষক নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং করাতে বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। তবে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ জনকে পড়াতে পারবেন। এ নীতিমালা অমান্য করলে অভিযুক্ত শিক্ষককে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড ভোগ করতে হবে।

শিক্ষা আইনের খসড়া প্রণয়ন কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলেছেন, 'মূলত সরকারি কর্মকর্তাকে প্রধান করে কমিটি গঠনের জন্যই খসড়া তৈরিতে দীর্ঘসময় লেগেছে। কারণ ওই কর্মকর্তা (আমলা) দাফতরিক কার্যক্রম ফেলে রেখে শিক্ষা আইন প্রণয়নে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেনি'।

প্রসঙ্গত ১১ সদস্যের 'শিক্ষা আইন খসড়া প্রণয়ন' কমিটি অন্য সদস্যদের মধ্যে আছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান।